মহাতেজ মহাকায় মহাভয়ঙ্কর
কারু সপ্তমুণ্ড কারু অষ্ট দশ কর।
বিকট দশন রক্ত লোমাবলি দেহ
কূপসম বক্ষুতে রহয়ে ঘন লোহ।
পর্ব্বত আকার কেহ জিহ্বা লহ লহ
বিপুল উদর কারু দেখি শুষ্ক দেহ।
কেহ২ প্রবেশিল পর্ব্বত কোঠরে
প্রাণ ব্যাগ্র কোন জন বৃক্ষ টানি ধরে।
কেহ প্রবেশয়ে গিয়া সমুদ্র ভিতরে
পাতালে প্রবেশ কেহ যায় দিগান্তরে।
কর্কট [illegible]হোতে যেন জল ধারা বরষে
[illegible] না যায় যত অনল প্রবেশে।
দশদিগ কলরব হইল হাহাকার
[illegible] কালেতে যেন মজয়ে সংসার।

আকুল হইয়া কেহ শরীর আছাড়ি
ভয়েতে কম্পয়ে তনু যায় গড়াগড়ি।
কোন কোন রাক্ষসের নাহিক রক্ষন
যজ্ঞে লৈয়া আইসে মন্ত্রে করিয়া বন্দন।
পরাসর যজ্ঞে হইল রাক্ষস সং-হার
পৌলস্ত্য পাইল সে সকল সমাচার।
পৌলস্ত্য নামেতে তথা ব্রহ্মার নন্দন
যার সৃষ্টি হৈল যত নিশাচরগন।
সৃষ্টি নাশ হইল চিন্তিত মুনিবর
যথা যজ্ঞ করে মুনি চলিল সত্বর।
পৌলস্ত্যেরে দেখিয়া উঠিল মুনিরে
বসিবারে দিল দিব্য কনক আসন
চিত্তে ক্রোধ করিয়া বসিল মুনিবর
পরাসরে চাহি মুনি কহিল উত্তর।

বড় যশ উপার্জ্জিত শক্তির নন্দন
অনেক রাক্ষসগণে করিল নিধন।
বেদশাস্ত্র জ্ঞাত হইয়া কর হেন কর্ম্ম
কোন বেদশাস্ত্রে আছে পরহিংসা ধর্ম্ম
পৃথিবীতে দ্বিজ নাহি তোমার বিচারে
আর কেহ দ্বিজ নাহি কেহ তপ করে।
তোমার বিচারে শক্তি ছিল হীন জন
সেকারণে কৈল তারে রাক্ষসে ভক্ষণ।
মৃত্যু বলি সংসারে বড়ই আছে ব্যাধি
ত্রৈলোক্যে না পাই বাপু ইহার মহৌষধি
শতবৎসরেতে কেহ সহস্র বৎসরে
শরীর ধরিলে লোক অবশ্য যে মরে।
ব্যাঘ্র হস্তি হাতে কিম্বা জলে ডুবি মরে
শত শত ব্যাধি আছয় সংসারে।

যথায় যাঁহার মৃত্যু কর্ম্ম নির্ব্বন্ধনে
কাহার আছে শক্তি তাহা করয়ে খণ্ডনে
সকল জানহ তুমি শাস্ত্রের গোচরে
জানিয়ে এমন কর্ম্ম কর অবিচারে।
বিশেষ আপন দোষে শক্তির নিধন
মহাক্রোধী হইল অল্প দোষের কারন।
আপনার মৃত্যু তবে আপনি সৃজিল
নৃপতিরে শাপ দিয়া রাক্ষস করিল।
অল্পদোষে মহাক্রোধী দ্বিজে জ্ঞানচিত
সেই পাপে মৃত্যু তার কর্ম্ম নির্ব্বন্ধিত।
রাক্ষসের কোন দোষ বুঝিলে [illegible]
অসংখ্য রাক্ষস ভস্ম হৈল এ কারণে
যে কর্ম্ম করিলে তুমি বিশেষ [illegible]
দ্বিজ ক্রোধী কৈলে মৃত্যু হইবে সংসারে।

বধ করি দ্বিজ যদি সংসার নাশিবে
কাহার শক্তি তবে পৃথিবী রাখিবে।
ক্রোধ শান্ত কর বাপু আমার বচনে
হত শেষ যে আছে রক্ষহ রক্ষগনে।
আমার বচন যদি চিত্তে নাহি লয়
জিজ্ঞাসহ বশিষ্ঠে তোমার পিতাময়।
বসিষ্ঠ কহিলে সত্য কহিলেন মুনি
পূর্ব্বেই কহিনু বাপু এ সব কাহিনি।
অকারনে হিংসায় উপজিলে পাপ
এ সর্ব্ব করিলে কিম্বা পুনঃ পাহে বাপ।
ক্রোধ ত্যাগ করি ছাড় লোকের হিংসন
পৌলস্ত্য মুনির বাক্য করহ পালন।
এত শুনি পরাসর কৈল সমাধান
[illegible] নির্ব্বাহন।

নিবর্ত্ত না হইল অগ্নি পূর্ব্ব অঙ্গিকারে
সংকল্প করিল সর্ব্ব রাক্ষস সংহারে।
আহুতি না পাইয়া অগ্নি প্রবেশিল বনে
অদ্যাপি অনল ওঠে কানন দাহনে।
গন্ধর্ব্ব বলিল শুন পাণ্ডুর নন্দন
কহিল এ সব কথা পূর্ব্ব পুরাতন।
বশিষ্ঠের ক্ষমা সম নাহিক সংসারে
বিশ্বামিত্র সংহারিল শতেক কুমারে।
তথাপিহ তারে ক্রোধ না করিল মুনি
যম হইতে লৈতে পারে তথাপি না জানি।
কারন বুঝিয়া মুনি অতি ক্ষমাবান
নৃপতি কল্যান পদে দিল পুত্র দান।
যে রাজা হইল হেতু শতপুত্র নাশে
তারে পুত্রবান কল আপন ঔরসে।

অর্জুন বলিল ইহার কহত কারন
কি কারনে হেন কর্ম্ম কৈল তপোধিন।
একেতো পরের দারা দ্বিতীয়ে অগম্য
কি কারনে বশিষ্ঠ করিল হেন কর্ম্ম।
গন্ধর্ব্ব বলিল শুন তার বিবরন
শক্তি শাপে নিশাচর হইল রাজন।
ক্ষুধা তৃষ্ণায় আকুল সদায় কলেবর
ভক্ষ অনুসারে ফিরে অরনা ভিতর।
হেন কালে দেখে পথে ব্রাহ্মণী ব্রাহ্মন
রাজারে দেখিয়া পলাইল দুইজন।
দেখিয়া ব্রাহ্মনে গিয়া ধরিল নৃপতি
ভয়েতে বিলাপ করে ব্রাহ্মন যুবতি।

কাতর হইয়া বলে বিনয় বচন
পৃথিবীর রাজা তুমি সৌদাষ নন্দন।
তোমার বংশেতে সভে দ্বিজে সেবা করে,
ব্রাহ্মণেরে বধি না করিহ নরবরে।
আজি মোর প্রথম হৈয়াছে ঋতু স্নান
প্রথম বয়েস নাহি ঘাই স্বামীস্থান।
অতিশয় ক্ষুধার্ত্ত হৈয়াছ যদি তুমি
আমারে ভক্ষন কর ছাড় মোর স্বামী।
এতেক কাতরে যদি ব্রাহ্মণী বলিল
সহজে অজ্ঞান রাজা শুনি না শুনিল।
ব্যাঘ্র যেন পশু ধরি করয়ে ভক্ষন
ঘাড়ভাঙ্গি রক্ত পান কৈল ততক্ষন।
ব্রাহ্মনের মৃত্যু দেখি ব্রাহ্মণী বিকল
আনিয়া বনের কাষ্ঠ জালিল অনল।

অগ্নি প্রদক্ষিন করি ডাকি বলে নৃপে
ওরে দুষ্ট দুরাচার শুন মোর শাপে।
মোর ঋতু ভুঞ্জিতে না দিল মোর স্বামী
এইমত নৈরাশ হইবে দুষ্ট তুমি।
স্ত্রী পরশ কৈল তোরে অবশ্য মরন
দিল তোরে শাপে মোর নহিবে খণ্ডন।
সূর্য্যবংশ করিলে কহিয়ে উপদেশে
বংশরক্ষা হব তোর ব্রাহ্মন ঔরসে।
এত বলি ব্রাহ্মনী পড়িল অগ্নি মাঝে
দ্বাদশবৎসর বনে ফিরে মহারাজে।
বশিষ্ঠ হইতে মুক্ত হইয়া রাজন
সচেতন হৈয়া দেশ করিলা গমন।
স্নান দান জপ হোম করিল নৃপতি
স্মরন করিতে গেলা যথা দময়ন্তী।

দময়ন্তী বলে রাজা নাহিক স্মরনে
ব্রাহ্মণী দিলেক শাপ দারুন বচনে।
স্ত্রী পরশ কৈলে রাজা হবেক মরনে
তেকারনে মোর অঙ্গ না ছুঁও রাজনে।
রানীর বচনে নিবর্ত্তিলা নরপতি
বংশ রক্ষা কারন চিন্তিত মহামতি।
বশিষ্ঠ হইতে হবে শুনি লোকমুখে
ভার্য্যা নিয়োজন কৈল বশিষ্ঠ মুনিকে।
বশিষ্ঠ হইতে তার হৈল সন্ততি
সূর্য্য বংশ রাখিল বশিষ্ঠ মহামতি।
এত শুনি অর্জুন হইল হৃষ্টমন
গান্ধর্ব্বে বলিলা তবে বিনয় বচন।
এ সব শুনিয়া মোর বাঞ্ছা হইল মন
পুরোহিত যোগ্য কোথা পাইব ব্রাহ্মণ।

পূর্ব্বে রাজাগণ সর্ব্বে পুরোহিতের তেজে
বহু সঙ্কটেতে রক্ষা পাইল ক্ষিতিমাঝে ।
গন্ধর্ব্ব বলিল যদি পুরোহিতে মন
দেবলঋষির ভাই ধৌম্য তপোধন ।
পুরোহিত করি তারে করহ বরণ
এত শুনি পার্থ তবে প্রসন্ন বদন ।
আর যত দিয়াছিল গন্ধর্ব্ব রাজনে
পার্থ বলে থাকুক ইহা তোমার সদনে ।
কার্য্যকালে অস্ত্র সব মাগিব তোমারে
তখনে এ অস্ত্র যেন প্রাপ্তি হয় মোরে ।
এত শুনি গন্ধর্ব্ব হইল হৃষ্টমন
একে২ পঞ্চভাই কৈলে আলিঙ্গন ।
বিদায় হইয়া গেল আপন নিলয়
উৎকোচকতীর্থ গেলা কুন্তির তনয় ।

পুরোহিত করি ধৌম্য করিল বরণ
শুলশিতে কৈল ধৌম্য আশীসবচন।
ধৌম্য সহ পঞ্চভাই পঞ্চাল চলিল
পথে যাইতে বহু ব্রাহ্মন দেখিল।
দ্বিজগান বলে তুমি কেবা পঞ্চজন
কোথা হৈতে আইসহ কোথায় গমন।
যুধিষ্ঠির বলে আমি একচক্রা হৈতে
পঞ্চসহোদর আর জননী সহিতে।
দ্বিজগান বলে চলো আমার সংহতি
কন্যা স্বয়ম্বর করে পঞ্চালেরপতি।
স্বয়ম্বর দেখিব পাইব বহুধন
আমাসভা সংহতি চলহ পঞ্চজন।
তোমা পঞ্চজন যদি পাঞ্চালী দেখিবে
মনে হেনলয় তোমা অবশ্য বরিবে।

তোমা পঞ্চজনে কৃষ্ণা বরিবে কাহারে
দেখিয়া বিস্ময় তাঁর জন্মিবে অন্তরে।
এতবলি দ্বিজগন চলিল সংহতি
পঞ্চালনগর মধ্যে হৈল উপনিতি।
মহাভারতের কথা অমৃত লহরি
শুনিলে অধর্ম্ম ক্ষয় পরলোকে তরি।
আদিপর্ব্বে উত্তম বশিষ্ঠ উপাখ্যান
কাশীরাম দেব কহে শুনে পুন্যবান।

পঞ্চালনগরে পঞ্চ পাণ্ডুর তনয়
কুম্ভকার গৃহ মধ্যে করিল আলয়।
ভিক্ষা করি আনি তথা ব্রাহ্মনের বেশে
হেনমতে কতদিন রহিল সেই দেশে।

স্বয়ম্বর কৈল রাজা পঞ্চাল ঈশ্বর
অদ্ভুত করিল লক্ষ লোকে অগোচর।
যখন জন্মিল কন্যা দ্রৌপদী সুন্দরী
সেই কালে চিত্তে কৈল পঞ্চালাধিকারী।
এ কন্যার যোগ্য বর বীর ধনঞ্জয়
এ কন্যার যোগ্য পাত্র আর কেহ নয়।
জৌগৃহে পুড়ি মৈল পাণ্ডুর নন্দন
হেন মতে ধ্বনি হৈল ঘোষে সর্ব্বজন।
দ্রুপদ বলিল ইহা চিত্তে নাহি লয়,
দেব হৈতে জন্ম পঞ্চ পাণ্ডুর তনয়।
বহু দেশে দূত গিয়া কৈল অন্বেষণ
না পাইল পাণ্ডবেরে চিন্তিত রাজন।
হেন ধনু কৈল যাহা কেহ নাহি দেখে
শূন্যেতে রাখিল ধনু অসম্ভব লোকে।

মধ্যপথে জন্ত্র থুইল যন্ত্র বিরচিতে
পঞ্চশর সহ ধনু থুইল সভাতে ।
এই ধনুঃশর এই জন্ত্র রন্ধ্রপথে
যে বিন্ধিবে লক্ষ কন্যা ভজিবে তাঁহাতে ।
দ্রুপদ নৃপতি কৈল এইমত পন
রাজ্যেং রাজাগনে কৈল নিমন্ত্রন ।
সাগর অবধি যত রাজাগন বৈসে
সসৈন্যে আইলা সভে পঞ্চালের দেশে ।
রথ অশ্ব হস্তি পদা না যায় গনন
চতুর্দ্দিগে মহাশব্দ বিবিধবাজনা ।
জল স্থল পর্ব্বত কানন নদ নদী
দশদিগ যুড়িয়া আইসে অনুবধি ।
ধ্বজ ছত্র পতাকায় চাকিল মেদিনি
লোকমুখে কলরবে কিছুই না শুনি ।

নগর ঈশানভাগে পঞ্চালঈশ্বর
রচিল বিচিত্র সভা লোকে মনোহর ॥০
চতুর্দ্দিগে পরিসর মঞ্চ বিরচিল
বিচিত্র বসন দিনে রত্তন মণ্ডিল ॥
কৈলাশ শিখরে যেন দেখিতে সুন্দর
রাজাগন রহিবারে বিরচিল ঘর ॥
সুবর্ণ রজত মনি মুকুতা প্রবাল
মঞ্চ বেড়ি বিরচিল সুবর্নের জাল ॥
গুবাক কদলি কপিলেক স্থানে২
উচ্চ নীচ কাটি কৈল একুই সমানে ॥
চন্দনের ছড়া দিয়া মাইল সব ধুলি
সুগন্ধি কুসুমে মত্ত গন্ধে সব অলি ॥
স্থানে২ রাখিল বিচিত্র সিংহাশন
বিচিত্র তুলির শয্যা বিচিত্র বসন ॥

লেহ্য ভোজ্য চোষ্য পেয় লিখনে না যায়
বহুদিন ছিলেতে সঞ্চয় কৈল রায়।
বসিল যতেক রাজা যথা যোগ্য স্থানে
পুরন্দর সভা যেন অমর ভুবনে।
মঞ্চের উপরেতে বসিল রাজাগন
নানা চিত্র বিচিত্র বিবিধ ভূষণ।
শ্রবনে কুণ্ডল মনি গলে মুক্তাহার
মাথায় মুকুট অঙ্গে নানা অলঙ্কার।
রূপবন্ত কুলবন্ত বলে মহাবলী
সর্ব্ব শাস্ত্রে বিশারদ সর্ব্বগুনশালী
আইল যতেক রাজা না হয় বর্ণনা
চতুরঙ্গ দলেতে লইয়া নিজ সেনা।
ধৃতরাষ্ট্র নৃপতির শতেক কুমার।
দুর্য্যোধন দুঃশাসন সহ যত আর

ভীষ্ম দ্রোন দ্রোনি কর্ন কৃপ সোমদত্ত
কোটিকোটি রথ অশ্ব পদা গজমত্ত
জরাসিন্ধু জয়সেন রাজা চক্রসঙ্গ
মৎস্য রাজা শল্যসান সিন্ধু রাজা রঙ্গ
সকুনি সৌরনি বৃহন্নলা মহাবীর
গান্ধার রাজার পুত্র যুদ্ধে মহাধীর।
অংশুমান চেদিপাল কাশী দণ্ডধর।
পশুপাল শ্বেতশঙ্কা বিরাট শুত্তর।
পুতিভ্রষ্ট পুণ্ডরিক বাসুদেব রাজা,
রুক্মাঙ্গদ রুক্মারথ রুক্মী মহাতেজা।
শত ভাই কলিঙ্গ নৃপতি জয়দ্রথ
বৃন্দ অনুবিন্দ চিত্রসেন জয়দ্রথ।।
নীলধ্বজ শিরবৎস রাজা সত্রাজিত
চিত্র ওপদ্রু দুর্দ্ধা নন্দের সহিত।

বৃহৎক্ষত্র গুলক কৈতব অলসেন্দ্র
ভগদত্ত চক্রসেন সুরসেন চন্দ্র।
চিত্রাঙ্গদ শুভাঙ্গদ শিরশিবাহন
মহারাজা শৈল্যে আইল যাদুীর নন্দন।
ভুরি ভুরিশ্রবা কেতু সুসর্ম্মা সঞ্জয়
গোশৃঙ্গ বাহ্লিক স্বর দীর্ঘ পুষ্পাদয়।
যথা যোগ্য স্থানেতে বসিলা মহেশ্বর
শরতের কালে যেন শোভে শশধর।
দ্রোপদির স্বয়ম্বর জানিয়া অমর
দেখিবারে ইন্দ্র সহ আইলা সত্তর।
ইন্দ্র যম কুবের বরুন হুতাশন
দেবতা তেত্রিশ কোটী গন্ধর্ব্ব চারন
সিদ্ধ বিদ্যাধরি ঋষি অপ্সরা অপ্সরী।
নৃত্য গীত বাদ্যেতে পুরিল স্বর্গপুরি।

গরুড় আরোহনে আইলা ঠাকুর জগন্নাথ
পাণ্ডবের বিবাহ হেতু সপ্ত বিংশ সাত।
কামপাল কামদেব কামের নন্দন
গদ সাম্ব চারুদৃষ্টি সাত্যকি সারন।
উগ্রসেন কৃতবৃষ্ণ উদ্ধব অক্রূর
পৃথু ঝিলু উপগদ শঙ্ক শঙ্কেশ্বর।
শূন্যেতে রহিলা খগপতি আরোহনে
উলশিতে শঙ্খধ্বনি কৈল নারায়নে।
পাঞ্চজন্য শঙ্খনাদে ত্রৈলক্য পুরিল
পৃথিবীর যত বাদ্য সব লুকাইল।
যত সভাগন সভামধ্যে বসিছিল
গোবিন্দ আইল বলি সম্ভ্রমে উঠিল।
ভীষ্ম দ্রোন কৃপ সত্যসেন সত্রাজিত
শৈল্য ভূরিশ্রবা কৃত কৌষিক সহিত।

কৃতাঞ্জলি করি শিরে কৈল দণ্ডবত
দেখিয়া হাসিল দুষ্ট রাজাগন যত ।
শিশুপাল আর সাল্ল কন্সি দন্তবক্র
জরাসিন্দু সহ যত রাজা দুষ্টচক্র ।
কেহ বলে কারে সভে করিলা প্রনাম
দেব পশুত্ব যাগ্তি কি পুরাইব কাম ।
করতালি দিয়া হাসি বলে শিশুপাল
সভাইহেড়ে ভাল শঙ্খ বাজায় গোপাল ।
ডেকারনে দ্রুপদ বরিয়াছেন ইহারে
বাদ্যকরগন সহ বাজাবার তরে ।
জরাসিন্দু বলে ভীষ্ম তুমি জ্ঞানবান
তোমা হেন জন কেন হইল অজ্ঞান ।
এসভার মধ্যেতে করহ হেন কর্ম্ম
গোপসুতে প্রনবহ ক্ষত্রির কি ধর্ম্ম

নন্দগোপ গৃহেতে আছিল চিরকাল
গোপ অন্ন খাইয়া রাখিত গরুপাল ॥
সর্ব্ব লোকে খ্যাত ভারথ ভূমিতে
জানিয়া এতেক কর্ম্ম করিলে কিমতে ।
ভীষ্ম বলে এত তত্ত্ব আমি নাহি জানি
পুরাতনজ্ঞান বৃদ্ধলোক মুখে শুনি ।
গোপালের চরিত্র বেদের অগোচর
অন্যকে কহিতে পারে ত্রৈলোক্য ভিতর ॥
ব্রহ্মাণ্ড বলিয়ে এক চতুর্দ্দশলোকে
বিরাটপুরুষ ধরে এক লোমকূপে ।
তিন অর্দ্ধকোটী সে ব্রহ্মাণ্ড ধরে দেহে
এ মত বিরাট যার নিশ্বাসে পুলয়ে ।
সেই প্রভু আপনি গোপাল অবতার
মায়াতে মানুষ দেহ দেব নিরাকার ।

লীলায় সৃজিল যার চরাচর জন
নাভী কমলেতে সৃষ্টি করিল সৃজন।
ললাটে জন্মিল ধাতা চক্ষুতে তপন
মনেতে জন্মিল চন্দ্র নিশ্বাসে পবন।
বিষকীট পর্য্যন্ত যতেক মহিপাল
সর্ব্ব ভূতে মায়ারূপে আছয়ে গোপাল।
হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা পুরুষ সনাতন
সেইসে মস্তকে বন্দে গোপালচরণ।
পঞ্চমুণ্ডে আনুক্ষণ পূজয়ে মহেশ
চারমুণ্ডে বিধাতা সহস্রমুণ্ডে শেষ।
হেনজনে পূজিতে আমি কিসে জানি
অজ্ঞানেতে হেন কথা কহ নৃপমণি।

ভীষ্মের বচন শুনি হাসে জরাসিন্ধু
কোন মূঢ়বাক্যে তুমি পড়িয়াছ বৃদ্ধ।
যখন মারিল দুষ্ট আমার জামাতা
যে করিল আমি তাহা না জানিল বার্ত্তা।
ভয়েতে মথুরা তেজি গেল সিন্ধুতীরে
সেইত দিবসে মাত্র পালাইল ডরে।
কহ ভীষ্ম এই যদি দেবনারায়ন
মোর ভয়ে তবে পালাইল কি কারন।
ভীষ্ম বলে সে সকল শুনিয়াছি আমি
না জানিয়ে বলি চিত্তে না ভাবিহ তুমি।
পূর্ব্বেতে আছিল তুমি দৈত্যঅধিপতি
কৃষ্ণ হস্তে মৈলে সে পাইবে দিব্যগতি।
সেকারনে নারায়ন তোমারে নামাইল
না জানিয়া বলভদ্র মারিতে পারিল।

শূন্যবাণী শুনি তোমা না মারিল প্রাণে
অষ্টাদশবার হারিয়া পালাইল রণে।
এত শুনি জরাসিন্ধু ক্রোধে রক্তআঁখি
পুনরপি বলে ভীষ্ম ক্রোধ মুখ দেখি।
কি হেতু করহ তাপ মগধ প্রধান
এই আমি এথা হৈতে যাই অন্যস্থান।
কৃষ্ণনিন্দাস্থানে আমি তিলেক না থাকি
নিন্দুকে মারিয়ে কিম্বা সে স্থান উপেক্ষি।
এত বলি তথা হৈতে গেল অন্যস্থান
কাশীদাস বিরচিল শুন পুণ্যবান।

হেন মতে তথায় ষোড়শ দিন গেল
যুধিষ্ঠির রাজা যবে সভায় বসিল।

তবে রাজা দ্রুপদ আনিয়া ধাত্রীগণে
আজ্ঞা কৈল দ্রৌপদির করিতে সাজনে ।
রাজার পাইয়া আজ্ঞা সর্ব্বধাত্রীগণ
নানা অলঙ্কার অঙ্গে করিল ভূষণ ।
নানা পুষ্পে সাজাইল যেখানে যে সাজে
বত্রিশকলাতে যেন শোভিত দ্বিজরাজে ।
দ্রৌপদির পুরোহিত পড়িল মঙ্গল
যাত্রা কৈল সভা মধ্যে পূজিয়া অনল ।
সভা মধ্যে যখন দ্রৌপদি উপনিত
দেখি সব রাজাগন হইল মূর্চ্ছিত ।
কামাগ্নি দহিল যেন হৈল অচেতন
চিত্রের পুত্তলি প্রায় সব রাজাগণ ।
কেহ২ সেই স্থানে পড়ে মূর্চ্ছা হৈয়া
গড়াগড়ি যায় কেহ অজ্ঞান হইয়া ।

অচেতন হৈয়া কেহ নাহি চাহে আর
কেহ২ জীবন বাখানে আপনার ।
ধন্য২ জীবন যাহে দেখিলাম এ কণ্যা
পাইব এ কন্যা চিত্তে করে কোন ভুপ ।
হেনমতে রাজাগন বিস্ময় অন্তরে
কাশীদাস বিরচিল রচিয়ে পয়ারে ।

০

পুর্নশরদিন্দু . হেরি যেন বিন্দু
বিকচকমল মুখ
গজহতি ভুষা তিলফুল নাসা
দেখি মুনিমন সুখ ।
নেত্র যুগমীন দেখিয়া হরিন
লাজে দোঁহে গেল বন

চাৰুভুৰু লত   দেখিয়া মন্মথ
নিন্দে নিজ শরাসন।
সম্পুর্ন সোদর   নিন্দিত অধর
পুৰুবে অৰুন ভালে
যেবো কাদম্বিনী   স্থির সোদামিনী
সিন্দুর চাঁচরবালে।
তড়িত মণ্ডল   গণ্ডেতে কুণ্ডল
হিমাংশু মণ্ডল ঘরে।
দেখি কুচকুম্ভ   লজ্জায় দাড়িম্ব
হৃদয় ফাটিয়ে পড়ে।
কণ্ঠ দেখি কুম্ভ   প্রবেশিল অম্বু
অগাধ অম্বুধি মাঝে
নিন্দিত মৃনাল   ভুজ দেখি বাল
প্রবেশি নবীন লাজে।

মাজা দেখি ক্ষীণ   প্রবেশে বিপিন
  করিহর হরি লাজে
কর কোকনদ   শরদ বিশদ
  দ্বিজবর নখতেজে।
কনক কঙ্কন   দ্বিপদে ঝন২
  নূপুর হংস শারদা
জঘন সুন্দর   বিহার কন্দর
  আবরণে শারদা।
রামরম্ভা তরু   চারুযুগ উরু
  দেখি নিন্দে হাত হাতি
উদরাতি কৃশ   মাজা মৃগাইশ
  নিতম্ব যুগল স্ফূর্তি।
নীল সুকমল   শরীর উমল
  কমলে গঠিত অঙ্গ

ভারের কারন　　হীন অভরণ
　সহজে মোহে অনঙ্গ।
কমল বদন　　কমল নয়ন
　কমল গণ্ডিতগণ্ড
দ্বিকর কমল　　কমল পদতল
　ভুজ কমলের দণ্ড।
মন্দ২ বায়ু　　যোজনেক যায়
　অঙ্গের কমল গন্ধ
হইয়া ওন্মত্ত　　বায় চতুর্ভিত
　কমলজরিপু বৃন্দ।
কুরুকুল বংশে　　কমলার অংশে
　করিল কমলায়ুত
কমলা বিলাশি　　বন্দি কহে কাশী
　কমলাকান্তের সুত।

দ্রৌপদীর মুখ দেখি মোহে নৃপগন
শীঘ্রগতি সভাই ওঠিলা ততক্ষন ।
হুড়াহুড়ি করি সভে যায় বায়ুবেগে
সভে বলে রহ লক্ষ্য আমি বিন্ধি আগে
সুহৃদে সুকৃতে সভে ওপজিল দন্দ্ব
ধনুক বেড়িয়ে দাঁড়াইল নৃপবৃন্দ ।
তবে মগধের পতি জরাসিন্ধু রাজা
রাজচক্রবর্ত্তি ক্ষত্রিকুলে মহাতেজা ।
ধনুক তুলিয়া সে বাঁকারে পুনঃপুনঃ
নোয়াইয়া ধনুহূলে দিতে নৈল গুন ।
অতিশয় ধনুর্দ্ধর ধনুকের ভরে
মুর্চ্ছা হৈয়া নৃপতি পড়িল কত দূরে ।
তবে দুর্য্যোধন দম্ভ করিয়া বহুল
ধনু ধরে জানুপাতি নোয়াইয়া ছিল ।

মুখে উঠিল রক্ত কম্পিত কলেবর
কত দূরে মূর্চ্ছা হৈয়া ধুলায় ধূসর ।
তবে মৎস্যাধিপতি বিরাট রাজন
ঠেলাঠেলি করি ধনু লৈল প্রাণপণ ।
আচুক তুলিবার কার্য্য নাড়িতে না পারিল
হাসিয়ে সুশর্ম্মা রাজা ধনু কাড়ি লৈল ।
কন্যাকে দেখিয়ে বুড়া খাইলি কি লাজ
লক্ষ বিন্ধি আসিয়াছ হাসাতে সমাজ ।
তুলিতে নাহিক শক্তি বিন্ধিবারে চাহ
এই মুখে মৎস্যদেশ রাজপনে যাহ ।
এত বলি শীঘ্রগতি তুলিলেক ধনুঃ
দেখিয়া কীচবীর ক্রোধে কাঁপে তনু ।
কত দূরে ত্রিগর্ত্তেরে ফেলিল ঠেলিয়া
চাপড় মারিয়া ধনু লইল কাড়িয়া ।

পায় চাপি ধরি ধনু গুন দিতে চাহে
কত দুরে পড়িল হইয়া মৃত্যু প্রায়ে ।
মত্ত দশসহস্র মাতঙ্গ পরাক্রম
ধনুতে দিবার গুন না হইল ক্ষেম ।
শিশুপাল মহারাজা চেদিরঈশ্বর
বড় লজ্জা পাইল তেহুঁ সভার ভিতর ।
লজ্জা ভয়ে প্রাণপনে লোয়াঁইল ধনু
না পারিল ধৈর্য্য হৈতে হীনবীর্য্য তনু ।
ধনুস্থলে চিবুক লাগিয়া উলটিল
কত দুরে রাজাগন ওপরে পড়িল ।
মুকুট ভাঙ্গিল, তনু হৈল মহাক্ষীন
মৃতপ্রায় হইয়া রহিল দণ্ড তিন ।
একে২ মত হয় নৃপতিরগন
রুক্মি ভগদত্ত শল্য সাল্বনৃপ সন ।

বাহ্লিক কলিঙ্গ কাশ্মির ভোজনরপতি
চন্দ্রসেন যদ্রসেন পৌরব প্রভৃতি ৷
সত্যসেন সুসেন রোহিত বৃহন্নল
দীর্ঘপিঙ্গ কেশীদন্তবক্র মহাবল ৷
বলবন্ত কুলবন্ত ক্ষত্রিতে প্রবীন
লক্ষনৃপতি মধ্যে যে সব বলবান ৷
একে২ সভাই বুঝিল পরাক্রম
ধনু নোয়াইতে কার না হইল ক্ষেম ৷
কোথায় ধনুক পড়ে কোথায় আপনি
কোথায় পড়ে কুণ্ডল মুকুট রত্ন মণি ৷
কাহার ভাঙ্গিল হাত ঘাড় হৈল নাকে
মুখে রক্ত উঠে কারো ঝলকে ঝলকে ৷
হাহাকার করে কেহ ভূমিতলে পড়ি
ধুলায় ধুসর তনু যায় গড়াগড়ি ৷

বড়ং নৃপতির দেখি অপমান
ভয়ে আর কেহ না হইল আগুয়ান ॥
পুথমে বিন্ধিব বলি হৈল মহাগোল
লজ্জায় কাহারু মুখে নাহি আর বোল ॥
দণ্ড করি ওঠিয়া বসিলা অধোমুখে
লজ্জিত হইয়া পৃষ্ঠ করিয়া ধনুকে ॥
অজয় জানিয়া সভে বিপুল ধনুক
যত ক্ষত্রিকুল সভে হইলা বিমুখ ॥
রাজাগণ যখন হইলা ভগ্নিয়ান
কর জোড় করি বলে পঞ্চালপ্রধান ॥
অবধান কর যত রাজার সমাজ
স্বয়ম্বর করি আমি পাইল বড় লাজ ॥
নিমন্ত্রিয়া আনিল সকল রাজাগণ
না হইল কার্য্যসিদ্ধি হৈল প্রাণপণ ॥

সভে বলে রাজা তোর না বুঝি চরিত্র
কভু নাহি দেখি হেন ধনু বিপরিত ।
বহুস্থানে এমত আছয়ে লক্ষপন
লক্ষ বিন্ধি সভে লইয়াছে কন্যাগন ।
এতাদৃশ ধনু কভু নাহি দেখি শুনি
ধনু ভয়ে মূর্চ্ছা হৈল সব নৃপমনি ।
বিন্ধিবার কায আছে গুন দিতে নারি
আমা সভা বিড়ম্বিতে করেছ চাতুরি ।
বহু ধনু দেখিয়াছি আমাসভার স্থানে
হেনধনু দেখি নাহি শুনি নাহি কানে ।
যদুরাজা পূর্ব্বে কন্যা স্বয়ম্বর কৈল
যোজনেক ঊর্দ্ধ রাখি চক্র করি ছিল ।
তাহাতেহ গুন দিল কোন কোন জনা
লক্ষ বিন্ধি বাসুদেব লভিল লক্ষনা ।

ভগদত্ত নৃপতির কন্যা ভানুমতী
সেহ এইমত্ত পন কৈল নরপতি ।
দুর্জ্জয় ধনুক কৈল জানে সর্ব্বজনা
সে ধনু নহিবেক এ ধনু তুলনা ।
তাহাতেহ গুন দিয়াছেন রাজাগনে
কর্ন লক্ষ বিন্ধি কন্যা দিল দুর্য্যোধনে ।
জন্মেজয় জিজ্ঞাসিল মুনির সদনে
কহ মুনি লক্ষ কর্ন বিন্ধিল কেমনে ।
কহ শুনি ভানুমতীর স্বয়ম্বর কথা
কোন২ রাজাগন গিয়াছিল তথা ।
মহাভারতের কথা অমৃত লহরি
কাশী কহে শুনিলে তরয়ে ভববারি ।

মুনি বলে অবধান কর নরপতি
প্রয়াগদেশে ভগদত্ত কন্যা ভানুমতী ।
নৃপতি করিল সেই কন্যা স্বয়ম্বর
নিমন্ত্রিয়া আনাইল সব নৃপবর ।
দুর্য্যোধন শত ভাই ভীষ্ম কর্ণ দ্রোণ
কলিঙ্গ কাম্বোজ মৎস্য পঞ্চাল নন্দন ।
সাল্ল শিশুপাল দন্তবক্র পুরোহিত
জয়দ্রথ শল্য মদ্র কৈশল সহিত ।
রাজচক্রবর্তী জরাসিন্ধু মহাতেজা
স্বয়ম্বর গেল আমি সহস্রেক রাজা ।
হেন মতে রাজাগণ করিল গমন
ভগদত্ত রাজা তবে কৈল নিবেদন ।
এই মত মৎস্যের লক্ষ ওর্দ্ধ যোজন
এই ধনুর্ব্বাণে বিন্ধিবেক যেই জন ।

সেই মোর কন্যা লইবেক ভানুমতী
এত বলি কন্যা আনাইল শীঘ্রগতি।
ভানুর প্রকাশে যেন তিমির বিনাশে
ভানুমতী রূপে তেন করিল প্রকাশে।
দেখিয়া মোহিত হৈলা সব রাজাগন
বত্রিশ কলাতে যেন চন্দ্রের শোভন।
তবে যত রাজাগন ওঠি একে২
কার শক্তি গুন দিতে নারিল ধনুকে।
[illegible] মহারাজা ধনুক লইয়া।
[illegible] দিল গুন ধনু লোয়াইয়া।
[illegible] দেশে বান বিন্ধিব নৃপতি
[illegible] দিতে লক্ষ তাহার শকতি।

লক্ষ পরষিয়া বান পড়িল ভূতলে
লাজ পাইয়া ধনু হাতে হৈতে ফেলে ।
যত সব রাজাগন হইল বিমুখ
কার শক্তি লোয়াইতে নারিল ধনুক ।
সভারে বিমুখ দেখি পুয়াগদেশ পতি
কর জোড়ে কয়ে সব নৃপতির প্রতি ।
কাহা হৈতে নহিল আমার পুয়োজন
আজ্ঞা কর কোন কর্ম্ম করিব এক্ষন ।
রাজাগন বলে শক্তি নাহি মোর সভার
উপায় করহ চিত্তে যে হয় বিচার ।
যে পারয়ে বিন্ধি লোক তোমার কুমারি
কার শক্তি তারে কিছু বলিতে না পারি ।
এত শুনি কহিল নৃপতি ভগদত্ত
অন্ধ হারি হইয়া আছয়ে হাথ ঘত্ত ।

ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র চারি জাতি
যে বিন্ধিবে লক্ষ সে লভিবে ভানুমতী।
এই ভাষা পুনঃপুনঃ বলিল রাজন
শুনিয়া উঠিল তবে বীর বৈকর্ত্তন।
আকর্ণ পূরিয়া ধনু দিলেক টঙ্কার
লক্ষের উদ্দেশে অস্ত্র করিল প্রহার।
মহাপরাক্রম কর্ণ হয় দৃষ্টিভেদি
এক বাণে মৎস্যচক্র ফেলাইল ছেদি।
দেখি হৃষ্টমতি তবে হৈল ভানুমতী
কর্ণ গলে মালা দিতে যায় শীঘ্রগতি।
পাছে দেখ্যা মাল্য দিতে কর্ণ নিবারিল
দেখিয়া সকল রাজা বিস্ময় হইল।
[illegible] ডাকে সুরাসিন্ধু রাজা
[illegible] বলিল সূর্য্যপুত্র মহাতেজা।

কর্ন বলে লক্ষ আমি বিন্ধিল সভাতে
ভানুমতী আছিল আমারে মালা দিতে।
মৈত্র হেতু আমি তারে করিনু বারন
তুমি নিবারহ তারে কিসের কারন।
জরাসিন্ধু বলে অর্দ্ধ ভাগি হই আমি
মোর গুন দিয়া ধনু বিন্ধিয়াছ তুমি।
গুন দিলে ধনুকে অর্দ্ধেক হয় তার
হয় নয় বুঝ সভে করিয়া বিচার।
এত শুনি কহিল যতেক নৃপতি
সত্য কহিলেন জরাসিন্ধু মহামতি।
গুনদাতা জনের অর্দ্ধেক অধিকার
ভানুমতী ওপরেতে স্বামিত্ব দোঁহার।
এক্ষনে ইহার এই দেখিয়ে বিধান
দোঁহাকার মধ্যে যে হইবে বলবান।

ভানুমতী কন্যা লভিবেক সেই জন
এইমত কহিল সকল রাজাগন।
শুনি কর্ণ ডাকি বলে জরাসিন্ধু প্রতি
মিথ্যা দ্বন্দ্ব অকারনে কর নরপতি।
বহু শক্তি দিলে গুন করি প্রানপন
নোয়াইতে ধনু তাহে নহিল ভাজন।
কন্যা লোভে দ্বন্দ এবে কর মিথ্যা দায়
ইহার উচিত ফল পাবে মোর ঠাঁয়।
গুন দিতে ধনু আমি পারি শতবার
হেন লক্ষ ভেদিতে পারি সহস্রেকবার।
নতুবা তথায় লক্ষ রাখ লৈয়া পুনঃ
পুনঃ আমি ছিন্ধিব ধনুকে দিয়া গুন।
নতুবা আইস দোঁহে করিব সমর
এত বলি ডাকে বীর কর্ণ ধনুর্দ্ধর।

শুনিয়া ধাইল জরাসিন্ধু নরপতি
দোঁহাকারে দোঁহে অস্ত্র বিন্ধে শীঘ্রগতি
নানা অস্ত্র কর্ন বীর করে বরিষন
নিবারয়ে তাহা সব বৃহদ্রুতের নন্দন ।
প্রানপনে ঘোর যুদ্ধ হইল দোঁহার
ধনু এড়ি গদা লইল মগদ কুমার ।
গদা যুদ্ধে অধিক কুশল বৃহদ্রত
গদাঘাতে চুর্ন করিল কর্নের রথ ।
সারথি তুরঙ্গ রথ সব চুর্ন করিল
লাফ দিয়ে কর্ন বীর ভুমিতে পড়িল ।
আর রথে চড়ি অস্ত্র করে বরিষন
সেহ রথ চুর্ন তবে করিল তখন ।
মারমার করিয়া ভীষন ঘোর ডাকে
বায়ুবেগে গদা বীর ফিরায় মস্তকে ।

মেঘের বর্ষ নাবিক কর্ন অস্ত্র এড়ে
গদায় ঠেকিয়া অস্ত্র ধুলি হইয়া পড়ে ।
হেন মতে কতক্ষন হইল সমর
ক্রোধে দিব্য অস্ত্র এড়ে কর্ন ধনুর্দ্ধর ।
খণ্ড২ করি গদা কাটিয়া ফেলিল
আর গদা লৈয়া বীর কর্নে প্রহারিল ।
সেহ গদা কাটি কর্ন কৈল খানখান
আর গদা লৈল পুনঃ মগধ প্রধান ।
পুনঃপুনঃ জরাসিন্ধু যত গদা লয়
তিল তিল করি কাটে সুর্য্যের তনয় ।
বহু গদা কাটা গেল গদা নাহি আর ।
কর্ন প্রতি বলে তবে মগধ কুমার ।
আমি হীন অস্ত্রে তুমি হয়ো অস্ত্র ধারি
অস্ত্র ত্যেজ আইস দোঁহে বাহুযুদ্ধ করি ।

শুনি কর্ণ সেইক্ষনে এড়ি ধনুঃশর
বাহুযুদ্ধ করে দোঁহে দুয়ের উপর।
মুণ্ডে২ ভুজে২ বুকে২ তাড়ি
চরনে২ চান্দি যায় গড়াগড়ি।
পদাঘাত করাঘাত মুষ্টিক প্রহার
চট২ শব্দ বাজে অঙ্গে দোঁহাকার।
কোথায় পড়িল রত্ন কণ্ঠহার ছিঁড়ি
মাথার মুকুট গেল চূর্ণ হয়ে গুঁড়া।
দোঁহাকার সংগ্রাম নাহি সম্বরন
পূর্ব্বে সীতা হেতু যেন রাবন শ্রীরাম।
বসন্ত সময় যেন হস্তিনী কারন
দুই মত্তহস্তি যেন করে মহারন।
সূর্য্যের নন্দন কর্ন সূর্য্যপরাক্রম
ক্রোধমূর্ত্তি দেখি যেন কালান্তক যম।

ভুজবলে সুরাসিন্ধে পাড়িল ভূতলে
বুকে চাপি বসিয়া চাপিয়ে ধীরে গলে।
সুরাসিন্ধু সংকট দেখিয়ে রাজাগন
হাহাকার করিয়া করিল নিবারন।
হারি অপমান হইয়া মগধেরপতি
আপনার দেশ গেলা হৈয়া দুঃখমতি।
তবে ভানুমতী লৈয়া ভানুর নন্দন
দুর্যোধন [illegible] দিল ততক্ষন।
হৃষ্ট হৈয়া [illegible] কোলাকুলি
ভানুমতী লৈয়া গেল নিজদেশে চলি।
মহাভারতের কথা অমৃত সমান
কাশীদাস কহে সদা শুনে পুন্যবান।

জিজ্ঞাসিল জন্মেজয় কহ মুনিবর
তবে পুনঃ কি করিল পঞ্চালঈশ্বর ॥ ৮
মুনি বলে অবধান কর নৃপমণি
পুনঃপুনঃ রাজাগন বলে কটুবাণী ।
উপহাস করিবারে নৃপতি মণ্ডলে
মিথ্যা স্বয়ম্বর করি নিমন্ত্রি আনিলে ।
আমা সভা মধ্যে বিন্ধে নাহি হেনজন
কহ বিন্ধিবারে কোন [illegible]রে লয় মন ।
রাজাগন বাক্য শুনি দ্রু[illegible]ইর
ডাকিয়ে বলিল তবে সভার ভিতর ।
ক্ষত্রিকুলে আছহ সভাতে যত জন
যে বিন্ধিবে মোর ভগ্নী করিবে বরণ
দ্বিজাতি হওক নহুক নাহিক বিচার
লভিবেক কৃষ্ণা লক্ষ বি[illegible] শক্তি যার ঃ

পুনঃ২ ধৃষ্টদ্যুম্ন সভাক্কার আগে
এইমত বচন বলিল ক্ষত্রিভাগে।
তবে রাম নিরক্ষিল কৃষ্ণের বদন
ইঙ্গিত বুঝিয়া তারে বলে নারায়ন।
আমা সভাকার তাহে নাহি কিছু কায
অকারনে সভায় উঠিয়া পাবে লাজ।
বলভদ্র বলে তবে রহি কি কারন
ব্যর্থ স্বয়ম্বর হৈল পঞ্চালরাজন।
নিমন্ত্রিয়া আনাইল [illegible]ক রাজা
বিংশতি দিবস সভার করিলেন পুজা।
আছুক অন্য নোয়াইতে নারিল ধনুক
তোমা হেন জ[illegible] যাতে হৈল বিমুখ।
আর বা সংসার মধ্যে আছে কোন জন
লক্ষ বিন্ধিয়া কন্যা করিবে বরন।

চল অকারনে আর কেন রহি ইথি
পঞ্চদশ দিবস জাত্তিল দ্বারাবতি।
গোবিন্দ বলিল আজিকার দিন রহ
লক্ষ বিন্ধিবার দেব কৌতুক দেখাহ।
যেই বিন্ধে ইথি মধ্যে নাহি কোন ব্যক্তি
এই লক্ষ বিন্ধিবারে আছে কার শক্তি।
পৃথিবীর রাজা আছে ত্রৈলক্য মণ্ডল
ইন্দ্র যম প্রভৃতি হকন [illegible]
এলক্ষ বিন্ধিতে [illegible]
মনুষ্য লোকের শ্রে[illegible] মহাপরাক্রম
শুনিয়া বলেন রাম বিস্ময় বদন
কহ কৃষ্ণ এমত আ[illegible]
তিন লোক বীর ত[illegible] কমাল
নরে শ্রেষ্ঠ তোমা [illegible]

ভৈঃ বিনে তায়ুবর্ন লোয়াবলি ঠুলি
মাথায় ঝাবার ছত্র কান্ধে ভিক্ষার ঝুলি ।
রায় বলে গোবিন্দ করহ অবধান
ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠির লোকেতে বাখান ।
তবে কেন হেন গতি দেখি যুধিষ্ঠির
অনাহারে মহাক্লেশি দুঃখেতে শরীর ।
রাজা দুর্য্যোধিন দেখি অতুল বৈ
সভায় বসিত্তেছেন
গোবিন্দ বলিল অ
পাপ আত্মা দুর্য্যো
পাপেতে পাপির ধী
পশ্চাতে হইবে ম
কালেতে অবশ্য
দুঃখ সুখ কতকাল

কৃষ্ণের এতেক বাক্য শুনি যদুগন
সভাই তেজিল লক্ষ বিন্ধিবার মন
মহাভারতের কথা অমৃত সমান
কাশীদাস কহে সদা শুনে পুন্যবান।

তৃতীয় বহি সমাপ্ত।—